R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৯শে জুলাই ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ষ্টেট ব্যাঙ্কের কাউণ্টার থেকে এক লক্ষ টাকা রহস্যজনকভাবে লোপাট, ব্যাঙ্ক কর্মীর দিকে সন্দেহের তীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার কাউন্টার থেকে গত ১৩ জুলাই বেলা ১২-৪০ নাগাদ এক লক্ষ টাকা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। জানা যায় উমরপুরের এক কাঁচ ব্যবসায়ীর ঐ টাকা ড্রাফট করার জন্য আনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানান, কাউন্টারে সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এল আই সির টাকা জমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি একজনকে টাকার বান্ডিল কাউন্টারে রাখতে দেখেছিলেন এই পর্যন্ত। তিনি আরো জানান, ঘটনার দিন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে দু' তিনজন এসে বলে—'আপনার টাকা পড়ে গেছে'। ঐ ব্যক্তি মেঝেতে পড়ে থাকা টাকাগুলো তোলার পর কাউন্টারে তার নোটের বান্ডিল দেখতে পান না। এদিকে লোকগুলোও উধাও। এরপর টাকার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ম্যানেজারের ধারণা দুষ্কৃতীরা বেশ কয়েকজন ছিল। রিলে প্রথায় টাকাটা পাচার হয়ে গেছে। ম্যানেজারকে প্রশ্ন করা হয়—নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে গেটের দূরত্ব বেশ কয়েক পা। সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ করে দিলে টাকাটা পাচার হতে পারতো না। উত্তরে ম্যানেজার জানান, ন'জন সিকিউরিটি রোটেশনে গেটে ডিউটি দেন। তারা জানতে পারলে তবেই তো গেট বন্ধ করবেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

কাষ্ট সার্টিফিকেটের দাবীতে চাঁই সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পাঁচ দফা দাবীতে গত ১৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। উল্লেখযোগ্য দাবীর মধ্যে ছিল ১। যে সব আবেদনকারীর দলিল নাই তাদের ক্ষেত্রে সরজমিন তদন্ত করে সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে কষ্টি সার্টিফিকেট দিতে হবে। ২। প্রতি ব্লকে স্থায়ী এস সি/এস টি/ও বি সি অফিসার নিয়োগ করতে হবে ইত্যাদি। আবালবৃদ্ধবনিতাদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে জমায়েত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ঐ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মন্ডল। ডাঃ মন্ডল অভিযোগ করেন, বর্তমান মহকুমা শাসকের কাছে দীর্ঘদিন আগে বেশ কিছু ভুয়া সার্টিফিকেটধারীর নাম ও নথিপত্র জমা দিলেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। কোন ব্যাপারে তিনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না। এমনকি ডেপুটেশনে মাইক ব্যবহারের সম্মতিও তিনি খারিজ করে দেন।

মহকুমার কৃতী ছাত্র জ্যোতির্ময় এখন জার্মানীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০০৪-এ 'গেট' পরীক্ষায় ভারতে সপ্তম স্থান অধিকারী জ্যোতির্ময় মল্লিক ঐ বছরই 'নীট' পরীক্ষায় ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু) থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি সি এ সম্পূর্ণ করেন। এবং ২০০৪ সালেই আই আই টি, মুম্বাই-এ পি এইচ ডি করার জন্য মনোনীত হন। ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে 'আরথ্ সায়েন্স'-এর ওপর বিশেষ গবেষণার কাজে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ চোরদের ধরতে দপ্তর কর্মীদের তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মাষ্টার পল্লীতে গত ১৩ জুলাই বিদ্যুৎ চোরদের ধরতে এক অভিযান চালায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। মিটারকে অকেজো করে রাখা, অন্য হোল্ডিং এ বিদ্যুৎ পাচার করা, হিটার চালানো ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে হোমগার্ড রবীন্দ্রনাথ দাসের মিটার কর্মীরা খুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় পুর কর্মী কালীশঙ্কর দাস (পিন্টু) ও জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বিল্বদল চক্রবর্তীকে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দপ্তর সতর্ক করে যায় বলে খবর।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

নিহত মানবিকতা

ভ্রমণের নেশা মানুষের মধ্যে রহিয়াছে চিরকাল। তাই ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মানুষ ভ্রমণে পর্যটনে। সেই সুবাদে পর্যটন হইয়া উঠিয়াছে এক শিল্প। শিল্প হইতে উঠিয়া আসে আর্থিক উপার্জন। সবই সত্য. সবই ভাল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা কিন্তু থাকিয়া যায়। তাহা হইল ভ্রমণকারী বা পর্যটকদের প্রাণের নিরাপত্তা।

সম্প্রতি কাশ্মীরে যাহা ঘটিয়া গেল তাহা কী সেই বার্তা বহন করে না? কাশ্মীর পর্যটকদের নিকট ভুস্বর্গ। তাহার আকর্ষণ তাহাদের নিকটে অমোঘ। বিপদাশঙ্কাও তো কম নহে। প্রায়শই শোনা যায় সেখানে জঙ্গি হানার সংবাদ, শোনা যায় গ্রেনেড হামলা, বোমা বিস্ফোরণের কথা। এত জানিয়া শুনিয়াও ভ্রমণ পাগল মানুষ এমন করিয়া মরণের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য! পায়ের তলায় যদি সরিষা থাকে তবে তো পিছলাইয়া যাইবেই। পদস্খলন তো ঘটিবেই। যাহাই ঘটুক ভুস্বর্গ দর্শন না করিলেই চলিবেনা, জীবন সার্থক হইবে না, যেন এমনই একটা ভাব তাহাদের মনের মধ্যে কাজ করিয়াছিল। ভ্রমণকারীরা বেশ কয়েকজন কলিকাতা হইতেও গিয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গী সাথীদের লইয়া। অন্য রাজ্য হইতেও তাহাদের স্বজন-পরিজন তাহাদের ভ্রমণসঙ্গী হইয়াছিলেন। তাহাদের গন্তব্য ছিল অমরনাথ। গন্তব্যে পৌঁছিবার আগেই তাহাদের ছয়জন গত হইলেন, আর বাকীরা আহত হইয়া হাসপাতালের শয্যায় আশ্রয় লইলেন।

সে যাহাই হউক—ভ্রমণ মানুষের নেশা। 'নন্দলাল' হইয়া তো কেহ ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। ভুস্বর্গের টান আছে, হাতছানি আছে। তাই মানুষ, পর্যটকেরা তাহার টানে চিরকালই ছুটিয়াছে, ছুটিতেছে। বিপত্তিও পিছু ধরিয়াছিল। কাশ্মীরের ডালগেটে পর্যটকদের বাসে ঘটিয়া গেল জঙ্গিদের গ্রেনেড হামলা। টাটা সুমোতে জ্বলছিল দাউ দাউ আগুন। চারি ঘন্টার মধ্যে শ্রীনগর শহরে ঘটিয়া গেল পাঁচ পাঁচটি বিস্ফোরণ। মৃত্যু কবলিত হইলেন বারোজন, তাহাদের মধ্যে বাঙালি পর্যটক ছিলেন ছয়জন। ডালগেট হইতে লালচক —পর্যটকে ভীত দুই কিলোমিটার এলাকাটির মধ্যে ঘটিয়া গেল বিপর্যয়। আতঙ্কে এবং সন্ত্রাসে ভরিয়া উঠিল মর্ত্যের স্বর্গ—ভুস্বর্গ—কাশ্মীর। ইহা নিরাপত্তা হীনতার লাল সঙ্কেত কিনা কে বলিতে পারে।

সংবাদে প্রকাশ—এই রাজ্যের পর্যটন সংস্থা আপাতত তাহাদের ভুস্বর্গ ভ্রমণ সূচী বাতিল করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে। ১৯৮৯ সালেও নাকি পর্যটন বন্ধ রাখা হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। সাম্প্রতিক গ্রেনেড বিস্ফোরণে রক্তাক্ত হইল কাশ্মীর উপত্যকার মাটি। স্বর্গের বুকে চিহ্নিত হইল আতঙ্কের কালিমা। সন্ত্রাসের আতঙ্ক ও বিভীষিকা এখনও অনেকের মনে।

একই দিনে মুম্বাই শহরের পশ্চিম শহর তলির রেলপথে ঘটিয়া গেল ধারাবাহিক বিস্ফোরণ। তাহার ফলে ঘটিল মৃত্যু এবং জখম। দেশের দুই প্রান্তে এমনি দুই নৃশংস ঘটনার সংবাদ শুনিয়া মনে হয়—সন্ত্রাসবাদীদের বিস্ফোরণে শুধু মানুষ মরে নাই, নিহত হইয়াছে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাও।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলেন রেশন ডিলার প্রসঙ্গে

গত ৩১শে মে ২০০৬ জঙ্গীপুর সংবাদে প্রকাশিত রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলেন রেশন ডিলার শিরোনামের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই প্রতিবেদন। ধুলিয়ান পৌর সভার শুধু ২নং ওয়ার্ডের রেশন ডিলার কেন, ১৯টি ওয়ার্ডের ১৫ জন রেশন ডিলারেরই বিরুদ্ধে গত ১৯৯৯ সাল থেকে বি. পি. এল-এর চাল, গম, চিনি জনগণকে না দেওয়ার অভিযোগ বিদ্যমান। গত ৫/৬ মাস পূর্বে ১নং ওয়ার্ডের রেশন ডিলার মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে বি. পি. এলের মাল আত্মসাতের অভিযোগ উঠে। জনগণের চাপে উক্ত রেশন ডিলার ৫০ কুইন্ট্যাল গম জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি পান। গত ১৭/২/০৬ তারিখে ১৪নং ওয়ার্ডের রেশন ডিলার নজরুল ইসলাম উক্ত সপ্তাহের সমুদয় মাল কালো-বাজারীতে বিক্রয় করে জঙ্গীপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক অফিসের সি আই. কর্তৃক ধরা পড়েন। গত ২০/৫/০৬ তারিখে ২নং ওয়ার্ডের রেশন ডিলার কেতাবুর রহমানের বিরুদ্ধেও জনগণের একই অভিযোগ। সংবাদ পত্রে রেশন ডিলার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসেবে তুষারকান্তি সেনের নাম ও বক্তব্য বলে যাহা প্রকাশিত হয়েছে তাহা মিথ্যা, দুরভিসন্ধিমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশন ডিলারদের একটি মাত্র এ্যাসোসিয়েশন রেজিঃ নং ১৪২৫২। সমসেরগঞ্জ থানার রেশন ডিলারগণ উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য এবং গত ১৮/৪/০৬ উক্ত এ্যাসা-সিয়েশনের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ধুলিয়ানে সমসেরগঞ্জ থানা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সংবাদ আপনার গত ২৬/৪/০৬ তারিখের ৯৩ বর্ষ ৪৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে উল্লিখিত রেশন ডিলার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তুষারকান্তি সেন আদৌ সম্পাদক তো দূরের কথা তিনি সদস্য পর্যন্ত নন। ধুলিয়ান পৌর সভায় দীর্ঘকাল যাবৎ রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কখন কি মাল আসে জনগণ জানতে পারে না বা জানতে দেওয়া হয় না। ক্যাশ মেমো দেন না, চার্ট বোর্ড টাঙ্গান না, প্রতিটি জিনিসের ধার্য্য দামের অতিরিক্ত নিয়ে আসছেন। বরাবর লুটপাটের কারবার চলছে। দারিদ্র্য সীমার নীচে অন্তদ্বয় যোজনার সস্তা দরে চাল, গমও জনগণ পাচ্ছে না। খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি ও ঘুঘুর বাসার বেড়া ভাঙ্গা অসাধ্য ব্যাপার। থানা থেকে জেলা লেবেল পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক বন্দোবস্ত চুক্তিবদ্ধ। ফলে জনগণ প্রতিকার প্রার্থী হয়েও হতাশাগ্রস্থ। ইহার কারণে বছরের পর বছর ধরে ধুলিয়ান পৌরসভার দরিদ্র ও অসহায় জনগণ খাদ্যাভাবে মরছে ও অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রকাশিত সংবাদে পৌরসভার রেশন ডিলারদের তথা ২নং ওয়ার্ডের রেশন ডিলার কেতাবুর রহমানকে কংগ্রেস এবং জনগণকে সিপিএম পক্ষ বলে অবতারণা করা হয়েছে। ইহা আদৌ সত্য নহে। একটা ছোট বা মাঝারি রেশন দোকানে কমপক্ষে ৫ হাজার এবং বড় দোকানে ১০-১২ হাজার রেশন কার্ড হোল্ডার থাকে। এবং সেই সমস্ত জনগণের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক থাকেন। সুতরাং সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারকে নিরপেক্ষ ভুমিকা গ্রহণ করে সকলের সঙ্গে একাত্মা হয়ে মিলে মিশে চলতে হয়। এই পরিস্থিতিতে রেশন ডিলারের বিশেষ করে রেশন দোকানে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও মতাদর্শের প্রসঙ্গ আসতে পারে না। গরীবদের রেশন দিবার নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশের পাশে ওপর তলার ৩ শতাংশ মানুষের সম্পদবৃদ্ধি হচ্ছে। এই সর্বনাশ বন্ধ করবে কে?

ভবদীয়—
আসিরুল হক
লক্ষীনগর, ২নং ওয়ার্ড
ধুলিয়ান পৌরসভা

কৈলাশ সমাচার

শীলভদ্র সান্যাল

নন্দী ঃ নিবেদন করি প্রভু মর্ত্য সমাচার,
পুণ্যলোভাতুর যাত্রী হাজার হাজার
চলিয়াছে অমরনাথ তীর্থ দরশনে
অবিরাম তব পুণ্য নাম কীর্তনে
তুচ্ছ করি জঙ্গিহানা, জীবনের ভয়
পথের শতেক বিঘ্ন। এ হেন সময়,
মর্ত্যধামে ঘনাইল প্রবল প্রমাদ
তব হিমলিঙ্গ লয়ে বাদ-বিসংবাদ
শোরগোল ওঠে পত্র-পত্রিকা জুড়ি
তোমার লিঙ্গ নাকি করিয়াছে চুরি
পর্বত গুহা হ'তে দুষ্কৃতি দল।
বিদ্যমানে আছে যাহা, নহে তা আসল!
হায় নাথ, না ধরিয়ো মোর অপরাধ
মর্ত্যলোকে এই মাত্র পাইনু সংবাদ।

শিব ঃ একি আজগুবি কথা শুনি তব মুখে,
বজ্রসম ঘোর দাগা হানিলে এ বুকে
লিঙ্গ চুরি! এ সংবাদ আগে কিম্বা হালে
কেহ কভু শোনে নাই কস্মিন কালে!
যুগে যুগে বাঞ্ছিত মোর ভক্ত দল
দুগ্ধ-ঘৃত-বিল্বপত্র লয়ে ফুল-ফল
করে শিব লিঙ্গ পূজা কত ভক্তিভরে
কেহ ধরে জড়াইয়া, কেহ পান করে
আপন গন্ডুষভরি মোর লিঙ্গামৃত
আতর-চন্দন-মধু-গন্ধ সুরভিত!
পথশ্রম বিঘ্নবাধা সব তুচ্ছ করি
আসে তীর্থ যাত্রীদল যুগ যুগ ধরি
জনমের মত যাবে দর্শনের আশে
সে লিঙ্গ হইল চুরি এই পুণ্য মাসে!

নন্দী ঃ কেমনে কহিব প্রভু প্রকাশি সকলি
আপন মনের ব্যথা, এ যে ঘোর কলি!
পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা, হেরি দিকে দিকে
জঙ্গিহানা, এমনকি তীর্থযাত্রীকে।
দয়া মায়া, ধর্ম ভয়—কিছু মাত্র নাই—
পাপীষ্ঠের মনে, শুধু চুরি ছিনতাই
চতুর্দিকে, বক্ষে হানি কতনা যাতনা,
এমন কি মন্দির হ'তে মায়ের গহনা
চুরি করি বেচে দেয় সোনার দোকানে
তা হ'তে বখরা লয় পাড়ার মস্তানে।
কতনা অনর্থ নিত্য ঘটে ভুরি ভুরি
সকলের বাড়া হায়, তব লিঙ্গ চুরি।
নীলকন্ঠ হয়েছিলে সমুদ্র মন্থনে
আর কত বিষ, প্রভু, ধরিবে যতনে?

শিব ঃ বিষপান ক'রে তবু যায় নাই প্রাণ।
তার চেয়ে গুরুতর হেন অপমান
ইচ্ছা করে এ মুহূর্তে ত্যজি এ জীবন
জলজ্যান্ত লিঙ্গ মোর করিল হরণ!
নাহি জানি কোন্ ফায়দা লুটিবার তরে
কে বা সে ধর্মত্যাগী আছে এ ভুধরে
সব ছেড়ে কিনা মোর লিঙ্গ করে হানি
হায় এ সংবাদ যবে শুনিবে শিবানী
চলে যাবে পিত্রালয়ে করিবে ডিভোর্স!
হায় মোর ইন্‌কামের নাহি কোন সোর্স,
ঘরে-বাইরে মান ছিল লিঙ্গরাজ হয়ে,
এখন কী উপায় করি, ভাবি রয়ে রয়ে
আমি ভোলা মহেশ্বর, আমি ত্র্যম্বক
এখন বলিবে লোকে, আমি নপুংসক!

[অমরনাথ গুহার প্রাকৃতিক উপায়ে নির্মিত বরফের লিঙ্গ প্রকৃত শিব লিঙ্গ কিনা, তাই নিয়ে এবার জোর বিতর্ক—সংবাদ।]

বালিয়া হাইস্কুলে অরণ্য সপ্তাহ পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া হাই স্কুলে 'ডঃ মেঘনাদ সাহা ইকো ক্লাব' এর উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই স্কুল-মাঠে 'অরণ্য-বন্দনা' মূলক সঙ্গীত-আবৃত্তি-নাট্যানুষ্ঠান-বক্তৃতা ও বৃক্ষ-রোপণ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সম্পন্ন হলো 'অরণ্য সপ্তাহ' এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান। স্থানীয় বি. ডি. ও চিন্ময় মন্ডল, এস, আই প্রশান্ত দাস, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা নেতৃত্ব, অন্যান্য বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও অতিথিদের যোগদান এবং তাঁদের তথ্য ও মননসমৃদ্ধ ভাষণে অনুষ্ঠানটি শিক্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। স্কুলের সবুজ বাহিনীর তৈরী 'ভেষজ উদ্যান'টি অতিথিদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। জানা যায় স্কুলের 'অরণ্য সপ্তাহ' পালন কর্মসূচীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি ২০ জুলাই মনিগ্রামে আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জঙ্গিপুরের উদ্যোগে এবং স্থানীয় পৌরসভার সহযোগিতায় কবি প্রণাম অনুষ্ঠান হয়ে গেলো গত ৮ জুলাই রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। স্বাগত ভাষণে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য্য জানালেন, নানা প্রতিকূল অবস্থায় প্রথা মেনে সময়মত এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। জীবনে মরণে প্রদীপের অনির্বাণ শিখার মতো জনচেতনায় রবীন্দ্র চিন্তা ভাবনা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যে তিনি সমস্ত স্থান কাল সময়ের অনেক উর্দ্ধে। আজকের স্মরণ সন্ধ্যা তারই প্রতিফলন। রবীন্দ্র চিন্তা ভাবনার বিশাল কর্মকান্ডের ব্যাপকতা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং শিল্পীদের সমন্বয়ে পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্র চিন্তা ভাবনার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় জানালেন পৌরপিতা এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি মৃগাংক ভট্টাচার্য্য। একক অনুষ্ঠান পরিবেশনার সাথে ছিল অংকন, নৃত্য সংগীত বিচিত্রার বৈচিত্র্যময় শিশু শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান। শ্রুতিছন্দ বা ছন্দবিচিত্রার উপস্থাপনাও মনে রাখার মতো। রূপকার, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পরিবেশিত গানের মালা সাজানো হয়েছিল বর্ষার চারটে গানের মধ্যে। পরিবেশিত গানের আন্তরিকতা শ্রোতাদের ভালো লেগেছে। উপস্থাপনায় বৈচিত্র্যের ছোঁয়া থাকলে তা আরও বেশী উপভোগ্য হতো। নাটকের উপস্থাপনার মধ্যেই নাট্যম বলাকার পরিচিতি। সেই চিন্তা ভাবনার বাইরে গিয়ে তাদের উপস্থাপনা ভানুসিংহের পদাবলী প্রশংসার দাবী রাখে। তাদের এই প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিক মনোভাবের পরিচায়ক। যান্ত্রিক গোলযোগ এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট অনুষ্ঠানের ছন্দ পতন ঘটালেও সঞ্চালক মিলন মুখার্জীর যথাযথ ভূমিকা অনুষ্ঠানের মাধুর্য্য ক্ষুন্ন হওয়ার অবকাশ দেয়নি।

ব্যাঙ্ক কর্মীর দিকে সন্দেহের তীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা প্রসঙ্গে ম্যানেজার আরো জানান, মাস দু'য়েক আগে একজন ব্যাঙক থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে সাব-রেজেষ্ট্রি অফিসে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দু'জন ছোকরা ভদ্রলোকের জামায় নোংড়া ছিটিয়ে দেয়। গ্রাম্য ভদ্রলোক জামা পরিষ্কারে অন্যমনস্ক হওয়া মাত্র তাঁর পুরো টাকা উধাও হয়ে যায়। তিনি যাদবপুর ব্রাঞ্চেরও এই ধরনের একটা ঘটনার কথা জানান। ১৩ জুলাই-এর ঘটনার সঙ্গে উমরপুরের কর্মীটিও যুক্ত থাকতে পারেন বলে মত প্রকাশ করেন ম্যানেজার। গ্রাহকদের নিরাপত্তায় ম্যানেজার ব্যাঙ্কের জানালাগুলোতে নেট লাগানোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলেন। অন্যদিকে খোয়া যাওয়া টাকার প্রকৃত মালিক উমরপুর হাফেজ গ্লাসের মনিরুল ইসলাম আমাদের দপ্তরে এসে অভিযোগ করেন, ঘটনার দিন তাঁর কর্মী সবুর ফুলমালিকে আমেদাবাদের দীপক সেলস্ করপোরেশনের নামে এক লক্ষ টাকার ড্রাফট করার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠান। নোটের বান্ডিলে ৩৭ খানা ১০০০, ৭৮ খানা ৫০০ এবং ২৪০ খানা ১০০ টাকার নোট ছিল। মনিরুল আরো জানান, দুটো কাউন্টার ঘুরে ৩ নম্বর কাউন্টারে গেলে সেখানে তাকে টাকা জমা নেওয়া হবে জানান কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। তাঁর নির্দেশে সবুর যথারীতি টাকার বান্ডিল ও ড্রাফট ফরম কাউন্টারের ভিতরে রেখে দেয়। সে সময় আশপাশে কোন লোক ছিল না। পাশের বেঞ্চিও ফাঁকা পড়ে ছিল। এর মধ্যে কোথা থেকে একটা মৃদু আওয়াজ আসে—'আপনার টাকা পড়ে গেছে'। সবুর তার ব্যাগ থেকে ১০০/৫০/১০ এর কয়েকটি নোট মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে। টাকাগুলো কুড়োতে তার কয়েক সেকেন্ড লাগে। এর মধ্যে কাউন্টার থেকে টাকার বান্ডিল হাওয়া। অথচ ড্রাফট ফরমটা পড়ে আছে। ব্যাঙ্ক কর্মীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি গা করেন না। বলেন গেট বন্ধ করে দাও। মনিরুল ক্ষোভের সঙ্গে জানান, ব্যাঙ্কে কোন অঘটন ঘটলে বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা আছে। কর্মীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুই হয়নি। গেটও পাঁচ মিনিট বন্ধ রেখে ম্যানেজার খুলে দেন। ব্যাঙ্ক থেকে থানায়ও কিছু জানানো হয় না। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই ধরনের অসহযোগিতা দেখে আমার কর্মী দিশেহারা হয়ে পড়ে। শেষে বেলা ৩-৩০ নাগাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু টাকার কোন কিনারা করতে পারে না। কাউন্টারে অন্য কেউ না থাকা সত্ত্বেও টাকাটা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বা পুলিশ কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী দিলীপ সাহাকে কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না বা তার কাউন্টারে তল্লাসী চালানো হলো না। আমার কর্মীকে আজ ব্যাঙ্কের লোক চোর সাজাচ্ছে। সবুর ফুলমালি দীর্ঘ পনর বছর আমার এখানে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করছে। আসাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি দূর দূর এলাকা থেকে সে মোটা অঙ্কের টাকা কালেকসন করে নিয়ে আসে। মনিরুল ইসলাম আবেগের সঙ্গে বলেন—১৯৮৫ সাল থেকে আমি এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করছি। তাদের এই ধরনের ব্যবহারে-অবজ্ঞায় আমি ব্যথিত। ব্যাঙ্কের সুনাম ও গ্রাহক নিরাপত্তার স্বার্থে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তদন্ত প্রয়োজন।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার পাশে বাড়ী বিক্রয় আছে।
মোবাইল নং ৯৮৩১৭৯৭৬৫২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যোতির্ময় এখন জার্মানীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ৬ জুন '০৬ ১৬ মাসের জন্য জার্মানীতে পাড়ি দেন। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকে জরুর গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক জিতেন্দ্রকুমার মল্লিকের ছেলে জ্যোতির্ময় ছাত্র জীবনে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে ন্যাশনাল স্কলারশীপ পান। উচ্চ মাধ্যমিকেও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ষ্টারসহ উত্তীর্ণ হয়ে ন্যাশনাল স্কলারশীপ পান। ১৯৯৯-এ যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে জুলজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ষ্ট্রাক্চারাল জুলজিতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে ঐ বিশ্ব বিদ্যালয়ের 'মেরিট মেডেল' এর অধিকারী হন। ২০০৪ সালে যাদবপুর থেকে এম এসসি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেন্ড হন। জ্যোতির্ময়ের এই দুর্বার সাফল্য আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সামসেরগঞ্জ শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবাপ্রকল্প

গ্রাম বাসুদেবপুর, পোঃ চাচন্ড, জেলা মুর্শিদাবাদ
স্মারক সংখ্যা ঃ ২৬২/আই. সি. ডি. এস / সামসেরগঞ্জ /
মুর্শিদাবাদ তাং ০৬/০৭/২০০৬

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের (আই. সি. ডি. এস) সংযোজিত ধুলিয়ান পৌরসভা এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাইতেছে যে, এই প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদের জন্য সৃষ্ট নতুন পদে সাধারণ জাতি, তপশিল জাতি, তপশিল উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের নিয়োগ করা হইবে। এই কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক।

আবেদনপত্র নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিস বা চেয়ারম্যান ধুলিয়ান পৌরসভার নিকট জমা নেওয়া হইবে। শনি-রবিবার ও ছুটির দিন বাদে প্রত্যহ সকাল ১১টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত জমা নেওয়া হইবে। আবেদন পত্র জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ২৪/০৭/২০০৬।

পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হইবে। অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করিতে হইবে।

স্বাঃ/-
সামসেরগঞ্জ শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
গ্রাম বাসুদেবপুর, পোঃ চাচন্ড, জেলা মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ঃ ২৬২/১/১৫ আই. সি. ডি. এস./এস.এস.জে.
তাং ০৬/০৭/২০০৬

কয়েকজন কর্মী চাই

(১) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। (২) বি. এস. সি. বা বি. কম
কর্মস্থল বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
ইচ্ছুক প্রার্থীরা বায়োডাটা সমেত যোগাযোগ করবেন।

বিশ্বজিৎ দত্ত
রঘুনাথগঞ্জ * বাজারপাড়া
টেলি ঃ ০৩৪৮৩—২৬৭৬০৭ মোবাইল ৯৪৩৪৫১৪৩৭২